বজলুল হুদা। শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতিতে আশ্বস্ত হইয়া মিয়া আব্বাস তাহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া নেন। নূরুল ইসলাম মনি প্রত্যাহারে অস্বীকার করিলে ভোটে নাকচ হইয়া যায়।

নূরুল ইসলাম মনির '৬ হইতে ১০ বছর পর্যন্ত বালক-বালিকাদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাদান' সংক্রান্ত প্রস্তাব ভোটে দেওয়া না দেওয়া লইয়া বেশ কিছুক্ষণ বিতর্ক হয়। এক পর্যায়ে ভোটে দেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে বিরোধী দলীয় নেতা আ, স, ম, আবদুর রবের নেতৃত্বে কপ ও স্বতন্ত্র সদস্যগণ ওয়াক আউট করেন। জাসদের শাজাহান সিরাজ, মাজহারুল হক শাহ চৌধুরী, ফ্রীডম পার্টির মেজর (অব) বজলুল হুদা, স্বতন্ত্র মিয়া আব্বাস উদ্দিনসহ ৫জন ওয়াক আউট করেন নাই।

গতকাল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি স্পীকার রেয়াজ উদ্দিন আহমদ ভোলা মিয়া। অধিবেশন আগামী ২৮শে মে সকাল ১০টা পর্যন্ত মুলতবী রাখা হয়।

মিয়া আব্বাস উদ্দিন তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন, দেশে এ যাবৎ গঠিত ১০টি শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টেই অবৈতনিক শিক্ষার কথা আছে। আজকে প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাইতে শতকরা ৭৫ ভাগ বালক-বালিকা শিক্ষা-জীবন ত্যাগ করে। ইহার কারণ দারিদ্র্য, শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি প্রভৃতি। এজন্য খরচও বাড়িবে না। বর্তমানে ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত যে ব্যয় করা হইতেছে উহাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করিয়া দিলেই চলিবে।

নূরুল ইসলাম মনি তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থনে প্রাথমিক শিক্ষার উপর পর্যাপ্ত পরিসংখ্যান দিয়া বলেন, ১৯৭০ সালে শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ২১ ভাগ, এখন ২৭ পয়েন্ট ৭ ভাগ। ১৯৫১ সালে নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৪৬ লক্ষ, এখন ৯ কোটি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগে শতকরা ৮০ ভাগ শিশু শিক্ষা-জীবন ত্যাগ করে। দেশে বর্তমানে ৪৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০ হাজার শিক্ষকের পদ খালি। শতকরা ৭৫ ভাগ স্কুলঘর বর্ষায় এবং শতকরা ৩০ ভাগ সারা বছর

পরিস্থিতি আশাব্যঞ্জক। তিনি বলেন, মৌলিক ও স্বাধীন চিন্তা, দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, নিরক্ষরতা দূর, দক্ষ জনশক্তি গড়িয়া তোলা, শিক্ষাকে প্রয়োগ-মুখী করা, মানবিক ও নৈতিক বিকাশ ইত্যাদিই আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য। বর্তমান সরকারের এইসব উদ্দেশ্য সামনে রাখিয়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে চালিয়া সাজান হইতেছে। মফিজউদ্দিন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী আমিও অগ্রসর হইতেছি।

তিনি বলেন, বর্তমানে ৩৭ হাজার সরকারী ও ৭২২১টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৪ হাজার এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও আড়াই হাজার কিণ্ডার গার্টেনের মাধ্যমে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করিয়া তোলার লক্ষ্যে ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামে ৪৮০০, পৌর এলাকায় ৩৫৬ ও মহানগর এলাকায় ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নেরকর্মসূচী নেওয়া হয়। তন্মধ্যে ইতিমধ্যেই গ্রামের ১৯৩৬টি, পৌর এলাকায় ২৩৩টি ও মহানগর এলাকায় ৬৫টির উন্নয়ন সাধন করা হইয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আজ ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন স্কুলগামীর সংখ্যা শতকরা ৬৫ ভাগ, ১৯৯০ সালে উহা ৭০ ভাগে উন্নীত হইবে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার রাজস্ব খাতে ৮৪০ কোটি ও উন্নয়ন খাতে ৩১৯ কোটি টাকা। '৮২ সালের তুলনায় এ ব্যয় ৪ গুণ। স্কুল-ছাড় বালক-বালিকার সংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছে। শতকরা ১৭ ভাগ হইতে ১৩ ভাগে নামিয়াছে। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পকিল্পনায়ও অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করিতে পারিলে আমরা খুশী হইতাম। কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে এখন অসম্ভব। মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে ২০০০ সালে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার কথা আছে।

মন্ত্রী বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে নকল প্রবণতাও হ্রাস পাইয়াছে। গত বছর এস এস সি পরীক্ষায়